দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম 2

শিক্ষা সফর কতটা জরুরি?

নাহিদ হোসেন

ঢাকার একটি প্রাইভেট কলেজের শিক্ষার্থী রত্না, ইয়াসমিন ও আফতাব। উচ্চ ধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে। এক বছর র হয়েছে কলেজ জীবনের। কিন্তু এই ক বছরে তারা একসাথে কোথাও ঘুরতে নি। তাই শীত আসার পর পরই তারা দ্ধান্ত নেয় একসাথে কোথাও ঘুরতে ব। অর্থাৎ বনভোজন। রত্না, আফতাব, াসমিন মিলে তাদের খুব কাছের এক রের কাছে তাদের এই ঘুরতে যাওয়ার া শেয়ার করে এবং পরামর্শ চায়। স্যার ক্ষণ চিন্তা করে তাদের বলে, তোরা কাজ কর বনভোজনে না গিয়ে তোরা াদের ক্লাসের সবাইকে নিয়ে একটি ক্ষা সফরের আয়োজন কর। কলেজ াদের যাবতীয় সাহায্য করবে। প্রথমে ফতাব রাজি হয়নি। পরে স্যার তাকে ঝাল যে বনভোজনে যাওয়ার চেয়ে ক্ষা সফরে গেলে তাদেরই লাভ হবে। র বলল, চিরজীবন কাগজে বন্দী কালো ার অক্ষর থেকে শিখলি, এবার একটু তির সবুজ থেকে শিখে নে। শেখাও সাথে বিনোদন ফ্রি। পরে সবাই রাজি । আফতাব একটু নেতা গোছের। ওই া শিক্ষা সফর আয়োজন করে। তার সের সবার সহযোগিতায় তারা তিন নর শিক্ষা সফর করে আসে সেন্টমার্টিন ক। ফিরে এসে সবাই সেই শিক্ষা রের পরামর্শদাতা স্যারকে ধন্যবাদ ায়।

ক বন্ধুরা হয়তো সবাই কমবেশি শিক্ষা র সম্পর্কে অবগত। কিন্তু তারপরও এই প্রতিবেদন। কারণ আমরা জানি মানি না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, াদেশের অধিকাংশ স্কুল, কলেজ, বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা ছাত্রছাত্রীরা ক্ষা সফর সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু জীবনে শিক্ষা সফরের গুরুত্ব রিসীম।

ক্ষা সফর কেন জরুরি?

কাংশ ছাত্রছাত্রীর মুখেই শোনা যায় শোনা একটি বোরিং জিনিস। এমনকি সর ফার্স্টবয় পর্যন্ত এ ধরনের মন্তব্য তে পিছপা হয় না। কারণ হিসেবে া ব্যাখ্যা করে পড়াশোনার মধ্যে আনন্দ । সমাজ বিজ্ঞানীরা সব সময়ই ছেন এবং বলছেন পড়াশোনার মধ্যে ন্দ না পেলে তা থেকে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। আর আমাদের ব্যস্ত যান্ত্রিক জীবনে তো দম ফেলবার ফুসরত নেই। এ জন্যই শিক্ষা সফর জরুরি। যান্ত্রিক জীবনের হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য রেহাই পাওয়া, আনন্দের মাঝখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। সর্বোপরি ঘোরাঘুরি করে বিনোদনের মাধ্যমে নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করা।

শিক্ষা সফর আয়োজন

আফতাব, রত্না, ইয়াসমিনরা শিক্ষা সফর করে এসেছে। কিন্তু তারা এই শিক্ষা সফর আয়োজন করতে গিয়ে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। বন্ধুরা আপনাদেরকে যাতে সেই সমস্যায় পড়তে না হয় সেজন্য কিছু বুদ্ধি দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমত শিক্ষা সফর একটা বড় আয়োজন। তাই সবাই সবাইকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা খুব জরুরি। একাধিক শ্রেণী বা শাখা নিয়ে শিক্ষা সফর আয়োজন করতে চাইলে প্রথম কাজ হচ্ছে প্রত্যেক শ্রেণী বা শাখা থেকে একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করা। এই নির্বাচনের কাজটি কোনো স্যার কিংবা অন্য কেউ করবে না, স্ব স্ব শ্রেণী বা শাখার শিক্ষার্থীরাই তাদের প্রতিনিধি ঠিক করবে। এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখা দরকার, সাধারণত ক্লাস ক্যাপ্টেনকেই প্রতিনিধি বানানো হয় কিন্তু ক্লাসের নেতৃত্ব দেয়ার পর আবার শিক্ষা সফর আয়োজন করতে গেলে তার দুই কাজেই ব্যাঘাত ঘটতে পারে। প্রতিনিধি নির্বাচনের পরে প্রতিনিধিদের একজন সমন্বয়ক নির্বাচন করতে হবে। এই নির্বাচনের কাজটি করবেন শিক্ষকরা। সমন্বয়ক সবাইকে নিয়ে বসবেন। প্রথম বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে গন্তব্য নির্ধারণ। কারণ দেখা গেছে, যাওয়ার জায়গার ওপর নির্ভর করে অনেকের যাওয়া না যাওয়া। যদিও শিক্ষা সফরে সবার অংশগ্রহণ করা উচিত। গন্তব্যের ব্যাপারে প্রতিনিধিরা সাময়িকভাবে কয়েকটি জায়গা বিবেচনায় রাখতে পারেন এরপর স্ব স্ব ক্লাসের শিক্ষার্থীদের মতামত নিয়ে অধিকাংশের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে চূড়ান্ত গন্তব্য নির্ধারণ করতে পারেন। এরপর আনুমানিক হিসাব করুন কতজন যাচ্ছেন। সফরকারীর আনুমানিক সংখ্যা নির্ধারণের পর হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর সেটি হচ্ছে বাজেট। প্রথমে নিজেরা একটি খসড়া তৈরি করুন। এরপর অবশ্যই শিক্ষকদের সহায়তা নিন। বাজেটের সময় যেসব ক্ষেত্র মাথায় রাখতে হবে সেগুলো হচ্ছে যাতায়াত, খাওয়া, যদি একাধিক দিন হয় তবে থাকার ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্পটের আশপাশে কোথাও ঘুরতে যাওয়া ইত্যাদি। চূড়ান্ত বাজেট করার পর জনপ্রতি চাঁদা নির্ধারণ করুন। এক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও

যা করা জরুরি

যেখানে যাচ্ছেন সেখানকার প্রশাসন এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে অফিসিয়ালি অবগত করা।

গাড়ি কোথা থেকে ছাড়বে কোথায় নামাবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া।

রান্নাবান্নার জিনিসপত্র ঠিকমতো সাথে নেয়া।

সময় মেনে চলাফেরা করা।

সব সময় শিক্ষকদের পরামর্শ নেয়া।

যার যার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা।

প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্তে সাহায্য করা।

প্রতিনিধিদের উচিত সবার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া

প্রতিষ্ঠানের ডোনেট করা টাকা অথবা নিজেদের টাকা যাই হোক না কেন জনপ্রতি চাঁদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, যে সব শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই যাতে অংশ নিতে পারে। অতিরিক্ত চাঁদার কারণে কেউ যদি যেতে না পারে সেটি হবে আয়োজকদের একটি ব্যর্থতা। মনে রাখবেন সে কিন্তু আপনারই বন্ধু।

দায়িত্ব বণ্টন

পেপার ওয়ার্ক শেষ। প্রথমে চাঁদা তুলে ফেলুন। তবে চাঁদা দেয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের অবশ্যই যথেষ্ট সময় দেয়া উচিত। পুরো টাকাটা একজনের দায়িত্বে দিন। একহাতে টাকা খরচ করলে হিসাব থাকবে পরিষ্কার। কারণ আপনার বন্ধুদের টাকা। এরপর একেকজন একেক দায়িত্ব নিয়ে মাঠে নেমে পড়ুন। যার যেদিকে অভিজ্ঞতা আছে সেদিকে তাকে পাঠান। সাথে আরেকজন অনভিজ্ঞকে সহকারী হিসেবে দিন। এতে পরবর্তীতে সেও দায়িত্ব পালন করতে পারবে। যাতায়াত, খাওয়া, থাকা (যদি একাধিক দিনের সফর হয়), একেকজন একেক দায়িত্বে কাজ করুন। তবে অবশ্যই সবাই সবার সাথে যোগাযোগ রাখুন। প্রতিদিনকার সর্বশেষ খবর সবাইকে জানান। এভাবে একটি ধারাবাহিক নিয়মের আয়োজনেই হতে পারে একটি সফল শিক্ষা সফর।

বিশ্বাস রাখুন বন্ধুদের প্রতি

শিক্ষা সফর আয়োজন করতে গেলে অধিকাংশ সময় একটি সমস্যা পরিলক্ষিত হয়, বিশেষ করে কো-এডুকেশনে। মেয়েরা বলে বসে যেদিন যাব সেদিনই ফিরে আসতে হবে। কিন্তু সাধারণত শিক্ষা সফর একদিনে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় একাধিক দিনের জন্য ক্লাসের অধিকাংশ মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে না। আপনাদেরকে বলছি, বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাস রাখুন। দশটি ছেলের সাথে পাঁচটি মেয়ে ঘুরতে গিয়ে কেন অনিরাপত্তার প্রশ্ন তুলবে। ছেলেদের প্রতি অনুরোধ আপনারা বন্ধুটির মনে আপনার সম্পর্কে বিশ্বাস সৃষ্টি করান। একই শ্রেণীতে পড়বেন অথচ একে অপরকে বিশ্বাস করবেন না তা হয় কী করে। সবার উচিত ছেলেমেয়ের বিভেদ ভুলে হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করা। দেখবেন বাংলাদেশটা অচিরেই সুন্দর হয়ে উঠবে।